দৈনিক ইত্তেফাক ২০৭
তারিখ 26 JAN 1998 পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একসময় ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যায়তনটি বিদেশী ছাত্রদের কাছে ছিল স্বপ্নপুরী। এখানে অধ্যয়নের সুযোগ মানেই ছিল জীবনে অন্যরকম কিছু অর্জন। এ বোধ এখন অনেকাংশেই অপসারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় ছিল তখন থাইল্যান্ড, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইরান, ফিলিস্তিন ও আফ্রিকার ছাত্ররাই বেশী আসত। এখনকার ছাত্রদের মধ্যে নেপালীরা বেশী। বিদেশী ছাত্রদের আবাসন চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের International Hostel. Hostel-এ ৭৮টি রুম আছে। এর মধ্যে ১৮টি রুমে বাস করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। International Hostel যদিও শিক্ষকদের আবাসস্থল হওয়ার কথা ছিল না তবুও কর্তৃপক্ষ আবাসস্থলের অভাবে শিক্ষকদের এখানে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন। হলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (ওয়ার্ডেন) অধ্যাপক আমিনুর রহমান। একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন হিসেবে প্রভোস্টের সমান মর্যাদা ভোগ করার কথা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নিয়ম অনুযায়ী একজন সহকারী ওয়ার্ডেন থাকার কথা থাকলেও অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্ডেন লেটার জমা দিলেও কাজে যোগদান করেননি। তাই সমস্ত দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। হলটিতে অফিসার আছেন ২ জন, অফিসকর্মী ২ জন ও দারোয়ান আছেন ৪ জন। হলে World University service-এর বাংলাদেশস্থ একটি অফিস থাকলেও তা প্রায়শঃ বন্ধ থাকে এবং আবাসিক ছাত্ররা এখান থেকে খুব একটা সহযোগিতা পায় না। হলে ফোন কোন নেই তাই বিদেশী ছাত্রদের প্রকার মধ্যে ফোন করতে হলেও পার্শ্ববর্তী সূর্যসেন হল কিংবা কবি জসীম উদ্দীন হলে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। হলে কোন গেস্ট রুম নেই। কারো গেস্ট এলে অগত্যা টি.ভি. রুমেই বসতে দিতে হয়। ছাত্ররা এ ব্যাপারে অভিযোগ করেও ফল পায়নি।

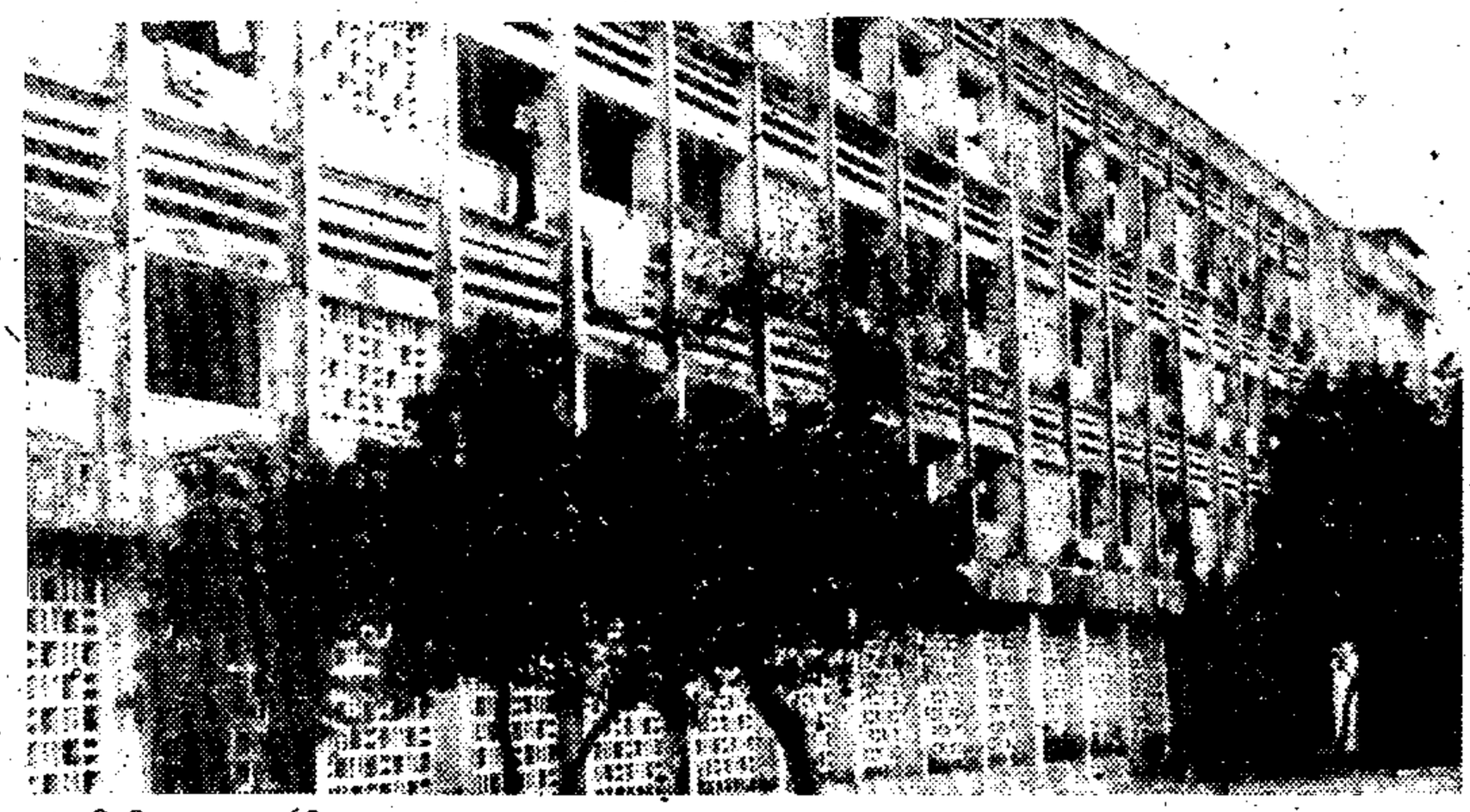

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে যেসব বিদেশী ছাত্র অবস্থান করছেন তাদের মধ্যে নেপালের ২৭ জন, ইরানের ২১ জন, প্যালেস্টাইনের ১১ জন, সৌদি আরবের ৯ জন, সোমালিয়ার ৯ জন, পাকিস্তানের ৩ জন, জর্দানের ৩ জন, ভারতের ৩ জন, সুদানের ২ জন, ভুটানের ১ জন মরিসাসের ১ জন ও কোরিয়ার ১ জন রয়েছেন। ছাত্রাবাসে প্রত্যেকটি রুম স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুপ্রশস্ত প্রত্যেকটি রুমেই আলাদা স্নানাগার রয়েছে। একটি রুম একজনকে Allot দেয়ার কথা থাকলেও প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়। হলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেও এখানকার মাত্র ১০ জন ছাত্র বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। অন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। এগুলো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও আই.পি.জি. এম. আর।

হলের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কথা হলো ওয়ার্ডেন অধ্যাপক এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমানের সঙ্গে। হলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন তুলতেই তিনি জানালেন যে, বিভিন্ন হলে অধিভুক্ত ছাত্ররা এখানে অবস্থান করে এবং হল ইউনিয়ন চাঁদা ঐ হলগুলো নিয়ে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এ টাকা এ হলের ফান্ডেই জমা হওয়া উচিত। রুম-রেন্ট হতে মাত্র ৬০০০ টাকা পাওয়া যায় মাসে। আর গ্যাসবিল, ইলেকট্রিসিটি বিলই প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকার বেশী গুণতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। হলের রুমে ব্যক্তিগতভাবে কোন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও ছাত্রদের এই Unauthorised কাজে কর্তৃপক্ষ বাধা দেন না– তারা আমাদের অতিথি বলেই হয়তো। বিবাহিত ছাত্রদের এখানে তাদের স্ত্রীসহ অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। হলের ছাত্রদের কাছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে

> ছাত্রাবাসে প্রত্যেকটি রুম স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুপ্রশস্ত প্রত্যেকটি রুমেই আলাদা স্নানাগার রয়েছে। একটি রুম একজনকে *Allot* দেয়ার কথা থাকলেও প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়।

চাওয়া হলে অনেকেই এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন সম্ভবত কর্তৃপক্ষের পরবর্তী কোন পদক্ষেপের কথা চিন্তা করে। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে কোন মহিলা গেস্ট Allowed নয়। এক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রদের বক্তব্য হলো যেখানে অন্য হলগুলোতে যে কোন মহিলা অতিথি পরিদর্শনের অনুমতি পায় সেখানে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে অন্ততঃ বিদেশী ছাত্রদের মা, বোন কিংবা অন্য নিকটাত্মীয় স্বজনে তাদের হল পরিদর্শনের সুযোগ দেয়া উচিত। বিদেশী ছাত্ররা অধ্যয়ন নিয়েই বেশী সময় ব্যস্ত থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলায় ক্লাস নিলে এরা বিপাকে পড়েন। নয়তো তেমন কোন সমস্যা এদের হয় না। শিক্ষকরা খুব Co-operative, জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের ১ম বর্ষের নেপালী ছাত্র অনিল কুমার। এরা সবচেয়ে বেশী ভয় করে সেশন জ্যামকে। কারণ এরা নিজ সরকারের থেকে ৫ বছরের আবাসিক সুবিধার গ্যারান্টিতে এসেছে। এদেশে ঘন ঘন হরতাল বিদেশী ছাত্রদের একদম পছন্দ নয়। সুনিলশাহ নামক এক বিদেশী ছাত্র জানালেন পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিউমার্কেট, ইস্টার্ণ প্লাজা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের এলাকাগুলো ঘুরে বেড়ান। কোন বিদেশী ছাত্রই টি.এস.সি. মধুর কেন্টিন এরিয়ায় যান না, অপ্রীতিকর ঘটনার ভয়ে।

ছোট-খাট ছুটিগুলো এরা বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে কাটান। বড় ছুটিতে অনেকেই নিজের দেশে ঘুরে আসেন। তবে দু'বছর বাড়িতে যান না এমন ছাত্রের সংখ্যা অনেক, তবে সবাই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন।

☐ রেজওয়ানুল করিম লেলিন